বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

(Science and Rationalists' Association of Bangladesh)

ঘোষণা পত্র

মানব শিশু পৃথিবীতে আসার মুহূর্তেই বিশেষ কতকগুলো অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতি প্রদত্ত এ অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, "যে জন্মেছে, সে জন্মানোদের সহযোগীতা চায়।"

অনেক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছিল রাষ্ট্রব্যবস্থা। আশা ছিল রাষ্ট্র মানুষের অধিকার হরণ করার দানব প্রতিষ্ঠান। অতিলোভী হয়ে হিংস্রতা ও বর্বর নিষ্ঠুরতার সাথে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে আক্রমন করে অন্য দেশের জনগণের অধিকার হরণ করতে থাকলো ক্রমাগত। যার অনিবার্য পরিণতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুইটা বিশ্বযুদ্ধ। বলার অপেক্ষাই রাখে না হত্যা করা হলো অগণিত নর-নারী; ধ্বংস করা হলো সভ্যতা-সংস্কৃতি; ধূলায় মিশিয়ে দিলো মানুষের সমস্ত অধিকার।

যুদ্ধের শেষে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো মিলে গঠন করতে বাধ্য হলো "জাতিসংঘ" নামক এক আন্তর্জাতিক সংস্থার- যে সংস্থা আপামর জনগণের মৌলিক মানবাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকারসমুহ বাস্তবায়নে লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করলো এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সেই প্রতিশ্রুতি পুরণে বাধ্য, সেটাও স্বীকার করে নিল।

কিন্তু শ্রেনী-বিভক্ত এ বিশ্বসমাজে অধিকাংশ রাষ্ট্রপরিচালনা করেছে শোষকশ্রেণী। শোষকশ্রেণী কুটকৌশলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষকে জানতে দিতে চায় না কী কী তার অধিকার; যা পূরণ করতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই বাধ্য। কারণ সে দেখেছে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠলে সংগ্রাম করবে তার অধিকার আদায়ের জন্য এবং সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই একদিন মানুষ অধিকার করবে রাষ্ট্র। এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা সাম্যবাদের দিকে।

আজকের পৃথিবীতে রাষ্ট্র-ই হলো সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। বর্তমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ও তার তল্পিবাহকরা হিংস্র হায়েনার মতো নির্মম ভাবে সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে বিশ্বের যে কোন স্থানের মানুষের উপর হামলে পড়ে নির্বিচারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে; হত্যা করেছে নারী-পুরুষ-শিশু; ধ্বংস করছে সভ্যতা-সংস্কৃতি।

মানুষকে অধিকার সচেতন করে মৌলিক অধিকারসহ সমস্ত মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল করার প্রয়োজনে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কারণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাম্যের সুন্দর গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য :-

জাতিসংঘের স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার সমূহ :

বস্তুতঃ মানব জাতির জন্মলগ্ন থেকেই অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি দানা বেঁধে উঠেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের সহজাত মানবিক অধিকারগুলোর পর্যায় ও স্তর চিহ্নিত হয়েছে এবং মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮১ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষনাপত্র গৃহিত হয়। উক্ত ঘোষনাপত্র অনুযায়ী মৌলিক মানবাধিকারগুলো হলো :-

১। বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সকল মানুষই জন্মগ্রহণ করে। সকল মানুষের রয়েছে বিবেক এবং বুদ্ধি। ফলে ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে প্রত্যকে মানুষ একে অপরের প্রতি আচরণ করবে। [ধারা-১]

২। জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না। [ধারা-২]

৩। প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিনিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। [ধারা-৩]

৪। কাউকে দাস হিসাবে বা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে। [ধারা-৪]

৫। কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। [ধারা-৫]

৬। আইনের সম্মুখে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। [ধারা-৬]

৭। আইনের নিকট সকলেই সমান এবং কোন রূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে। [ধারা-৭]

৮। যে কার্যাদির ফলে সংবিধান বা আইন প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেরই আছে। [ধারা-৮]

৯। কাউকে খেয়াল খুশিমতো গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসিত করা যাবে না। [ধারা-৯]

১০। প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়িত্বসমুহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপনের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে। [ধারা-১০]

১১। (ক) যে কোন দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা থাকবে এবগ্ন গণ আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হবার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দন্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না যদি সংকটকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ করা চলবে না। [ধারা-১১]

১২। কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না। [ধারা-১২]

১৩। (ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যেকোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে। [ধারা-১৩]

১৪। নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশ সমুহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। [ধারা-১৪]

১৫। (ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউওকে যথেচ্ছাভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না। [ধারা-১৫]

১৬। (ক) বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে প্রত্যেকেরই সমধিকার রয়েছে।

(খ) কেবল বিবাহ ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহ বন্ধনে হওয়া যাবে।

(গ) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক। গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার এর রয়েছে। [ধারা-১৬]

১৭। (ক) প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগীতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকে তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না। [ধারা-১৭]

১৮। প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। [ধারা-১৮]

১৯। প্রত্যেকেরই মতামত ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। [ধারা-১৯]

২০। (ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য করা যাবে না। [ধারা-২০]

২১। (ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজদেশের সরকারী চাকরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার আছে। [ধারা-২১]

২২। সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমুহ ভোগ করার সমান অংশীদার। [ধারা-২২]

২৩। (ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, অবাধে চাকরী নির্বাচনের এবং কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকুল অবস্থা লাভের অধিকার রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

(গ) প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। [ধারা-২৩]

২৪। প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। [ধারা-২৪]

২৫। (ক) নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বিশ্বের সকল কিছুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করে। [ধারা-২৫]

২৬। প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। [ধারা-২৬]

২৭। (ক) প্রত্যকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল সমুহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা শিল্পকলা ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভুত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমুহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে। [ধারা-২৭]

২৮। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ঘোষনাপত্রে উল্লেখিত সকল প্রকার অধিকার ও স্বাধীনতাসমুহ পূর্ণভাবে ভোগ করার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে। [ধারা-২৮]

২৯। (ক) প্রত্যেকেরই তার নিজ নিজ অধিকার ভোগের সাথে সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে যত্নবান হবে।

(খ) সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোনক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লঙ্ঘন করা চলবে না। [ধারা-২৯]

৩০। এই ঘোষনায় উল্লেখিত কোন বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষনার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তিবিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে। [ধারা-৩০]

মানবাধিকার সংক্রান্ত সাধারণ নীতিসমুহ :-

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের ঘোষনাপত্রের সাধারণ নীতিমালা নিম্নরূপ :-

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যমতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ সকল মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান। সকল মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।

২। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

৩। আইনের কাছে সকলেই সমান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ থাকবে।

৪। কাউকে নির্যাতন, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা যাবে না।

৫। প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। সংস্কৃতি চর্চার অধিকার প্রত্যকেরই সমান।

৬। কাউকে তার সম্পত্তি হতে খেয়াল খুশিমতো উচ্ছেদ ও বঞ্চিত করা যাবে না।

৭। প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে '**মানবতাবাদ**'-কে আপনার ধর্ম বলে ঘোষণা করুন।

যুক্তি আনে চেতনা
চেতনা আনে সমাজ পরিবর্তন।

-০-

প্রচারে :- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।
yuktibadi@gmail.com